যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য বা ব্যবসা সংক্রান্ত ভিসা সম্পর্কে

এলিজাবেথ পি. গোরলে
চীফ, কনস্যুলার সেকশন
যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস, ঢাকা

ভ্রমণ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ভিসা: ভিসা সাক্ষাৎকার

একটি সাধারণ কর্মদিবসে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের কনস্যুলার সেকশন সাধারণত ৬০ থেকে ১শ' জন নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়ে থাকে। ভ্রমণ এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ভিসার জন্য প্রসেসিং-এর কাজ শুরু হয় দুতাবাসের এজেন্ট সায়মন ট্র্যাভেল এজেন্সি-তে আবেদনপত্র ও ভিসা ফি জমা দেয়ার মাধ্যমে। সায়মন-এর অফিসটি গুলশান-১ নম্বরে অবস্থিত। (যারা স্টুডেন্ট ভিসা বা এইচওয়ান-বি চাকুরি ভিসার জন্য আবেদন করবেন তাদের জন্য আলাদা নিয়ম-কানুন রয়েছে)। পরবর্তীতে ভিসা আবেদনকারীকে অবশ্যই একজন আমেরিকান কনস্যুলার অফিসারের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসে হাজির হতে হয়। নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা সম্পর্কে প্রায়ই নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ করা হয়ে থাকে।

কনস্যুলার অফিসার কিভাবে ভিসার জন্য আমার যোগ্যতার পরিমাপ করবেন?

আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলার অফিসারদেরকে অবশ্যই এই ধারণা করতে হয় যে ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদনকারীদের প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ইচ্ছা পোষণ করেন। কনস্যুলার অফিসারদের কাছে আবেদনকারীদের নিজেদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে বাংলাদেশে তাদের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় এবং গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য। ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় কোন আবেদনকারী যদি বাংলাদেশের সাথে তাদের বন্ধনের দৃঢ়তার প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি ট্যুরিস্ট বা বিজনেস ভিসা পাবেন না।

আবেদনপত্রটি আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি -- আমি কি কোন প্রশ্নের জবাবের ঘর শূন্য রাখতে পারি?

আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদনপত্রটি নির্ভুলভাবে এবং সকল সত্য তথ্য প্রদান করে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য যদি কেউ পূর্বেও আবেদন

করে থাকেন তাহলে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্তারিত হতে হবে। ভিসার জন্য আবেদন করে ইতিপুর্বে যদি কেউ প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকেন এবং সে ব্যাপারে তিনি না জানালে তা তথ্য লুকানোর প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা হবে। কোন আবেদনকারী যদি আবেদনপত্রটি পুরোপুরি বুঝতে না পারেন তাহলে তাকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সহায়তা নিতে হবে যিনি ইংরেজি লিখতে ও পড়তে পারেন। এ ব্যাপারে কে তাকে সাহায্য করবে তা বেছে নেয়ার দায়িত্ব আবেদনকারীর। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় কোন সৎ আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর সাহায্য চাওয়া। কারণ অপরিচিত যারা নিজেদেরকে "ভিসা এক্সপার্ট" বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন তারা উপকারের চাইতে ক্ষতিটাই বেশি করতে পারেন।

ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে?

যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা লাভের যোগ্যতা পরিমাপ করতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অফিসার আবেদনকারীদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন এবং তাদের কাছে নানা ধরনের কাগজপত্রও চাওয়া হতে পারে। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় আবেদনকারীদেরকে সঠিকভাবে জানতে হবে কেন তারা যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান, যে সব কারণে তারা পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান সেই বন্ধনগুলোর প্রমাণ দেখাতে হবে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা ও যেখানে বা যে বিষয়ে তারা কাজ করেন সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।

ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় আমি সাথে করে কি ধরনের কাগজপত্র নিয়ে আসবো?

ভিসা আবেদনকারীকে সাথে করে প্রমাণ আনতে হবে যে বাংলাদেশের সাথে তাদের দৃঢ় বন্ধন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার অংক সম্পর্কিত তথ্য (ব্যাংক স্টেটমেন্ট) এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দলিলপত্র। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে তাদের তাদের ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হিসাব, ব্যবসার লাইসেন্স, কোন প্রতিষ্টানের সাথে একীভূতকরণ এবং তাদের মালিকানার অংশীদারিত্বের কাগজপত্র দেখাতে হবে। আবেদনকারী যদি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে তাদের চাকুরির প্রমাণ দেখাতে হবে। পারিবারিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে ফটো অ্যালবাম দেখানো যেতে পারে। ফটোকপির চাইতে মুল কাগজপত্র আপনার আবেদনের যথার্থতা আরো জোরালোভাবে প্রমাণ করতে পারে। আপনি যদি একজন সফল পেশাজীবী হন, আপনার প্রকাশিত বই রয়েছে, গানের রেকর্ডকৃত সিডি রয়েছে, অথবা আপনার সম্পর্কে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাহলে আপনার 'সিভি' বা জীবনবৃত্তান্তের চাইতে সংযুক্ত এই সকল কাগজপত্র সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অফিসারকে আপনার সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে জানাতে পারে।

কেউ একজন আমাকে বলেছে যে কিছু অর্থের বিনিময়ে তারা আমাকে ভিসা পেতে সাহায্য করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি কিভাবে তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপ করতে পারি?

ভিসা আবেদনে সহায়তা করতে কেউ যখন আপনার কাছে অর্থ দাবি করে সে ব্যাপারে সতর্ক হোন! বহু লোক ভুয়া কাগজপত্র বিক্রি করার চেষ্টা করে ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য "কোচিং" বা প্রশিক্ষণ দিতে চায়। এই সমস্ত সেবা নেয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সততাই সর্বোত্তম পন্থা: সাক্ষাৎকারের সময় আবেদনকারীদেরকে কেবল সত্য কথা বলতে হবে। কেউ যদি ভুয়া ব্যাংক স্টেটমেন্ট, নকল পাসপোর্ট, নকল ভিসা বা ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহার করে তাহলে তাকে ভিসা দিতে প্রত্যাখ্যান করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের কম্পিউটার সিস্টেম সকল ধরনের প্রতারণা খুঁজে পেতে খুবই দক্ষ। যারা কোন ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের প্রবেশাধিকার চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। আপনারা কোন প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না বা এ ধরনের প্রতারণার শিকার হবেন না। কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তির সহায়তা নিন যাদেরকে আপনারা খুব ভালোভাবে চেনেন এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

==========

*যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সম্পর্কিত নিবন্ধ **"আস্ক দি কনসাল"** ধারাবাহিক-এর এটি দ্বিতীয় পর্ব। **"আস্ক দি কনসাল"**-এর পরবর্তী নিবন্ধে আলোচনা করা হবে কিভাবে পারিবারিক ছবি ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় সহায়তা করতে পারে ।*

জিআর/ == ৮ই জানুয়ারি, ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* উযধশধচঅ@ংঃধঃব.মড়া এবং *ডবনংরঃব:* *ফযধশধ.ংবসনধংং.মড়া* *এ যোগাযোগ করুন।*